সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

তাওবাকারীদের জন্য পুরস্কার

তাওবাকারীদের জন্য পুরস্কার

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়া** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জুমার দিন আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করো। কেননা, এটি স্বাক্ষ্য গ্রহণের দিন। এতে ফিরিশতারা হাজির হয়ে থাকে আর তোমাদের মধ্যে যে আমার উপর দরূদ পাক পাঠ করে, তবে তার অবসর হওয়ার পূর্বে তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়।" আমি আরয করলাম: আর আপনার ইন্তিকালের পরে? ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** জমিনের উপর আম্বিয়ায়ে কিরামাদের عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام শরীরগুলোকে খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, বাবু যিকরু ওফাতিহী ওয়া দাফনিহী, ২য় খন্ড, ২৯১ পৃষ্ঠা, নং- ১২৩৭)

বাঁচে বেকার বাতো ছে পড়ে এ্যয় কাশ কছরত ছে,
তেরে মাহবুব পর হারদম দুরূদে পাক হাম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব। ❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পা করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পা করে বয়ান করব। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সত্যিকার তাওবা আযাব থেকে বাঁচিয়ে দিলো

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীরে সীরাতুল জিনান ৪র্থ খন্ডের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সম্প্রদায়ের লোক মুছিলের নিনওয়া এলাকায় অবস্থান করতো এবং কুফর ও শিরিকে সম্পৃক্ত ছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে ঈমান গ্রহণ করতে হুকুম দেন। ঐসব লোকেরা অস্বীকার করলো এবং হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কথা শুনেনি। তিনি তাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা**র হুকুমে আযাব নাযিল হওয়ার সংবাদ দেন, ঐ লোকেরা একে অপরকে বলতে লাগলো: হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কখনো কোন কথা ভুল বলেননি। দেখিও তিনি যদি রাতে এখানে থাকেন, তবে (আযাব আসার) কোন সম্ভাবনা নেই। আর যদি তিনি রাত এখানে অতিবাহিত না করেন, তবে বুঝে নেওয়া উচিৎ যে, আযাব আসবে। যখন রাত হলো তখন হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সেখান থেকে তাশরীফ নিয়ে (চলে) গেলেন, আর সকালেই আযাবের চিহ্ন প্রকাশিত হয়ে গেলো। আকাশে কালো রঙ্গের ভয়ানক মেঘ আসলো। অনেক ধূয়া জমা হয়ে গেলো এবং সারা শহরে বিস্তৃতি হয়ে গেলো। এটা দেখে তারা নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, আযাব আসতেছে। তারা হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে খোঁজ করলো, তবে তারা তাঁকে পায়নি। এখন তাদের আরো অধিক আশঙ্কা হলো তখন তারা তাদের মহিলা বাচ্চা, পশুগুলো সাথে নিয়ে জঙ্গলের দিকে বের হয়ে গেলো। মোটা কাপড় পরিধান করে তাওবা ও ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করলো।

www.dawateislami.net

স্বামী থেকে স্ত্রী, মা থেকে বাচ্চা পৃথক হয়ে গেলো এবং সবাই **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে কান্না ও আহাজারী শুরু করে দিলো। আরয করতে লাগলো: যে ধর্ম হযরত ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিয়ে এসেছেন আমরা সেটির উপর ঈমান আনছি। অতঃপর তারা সত্যিকার তাওবা করলো এবং যে অপরাধ সমূহ তাদের থেকে হয়েছিলো তা ছেড়ে দিলো। অন্যের সম্পদ ফিরিয়ে দিলো। এমনকি অন্যের একটি পাথর কোন ভিত্তির মধ্যে লেগে যেত তখন ভিত্তিটা ভেঙ্গে ঐ পাথরটি বের করে ফিরিয়ে দেয়। **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে একনিষ্ঠ ভাবে মাগফিরাতের দোয়া করে, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের উপর দয়া করলেন, দোয়া কবুল করলেন এবং আযাব উঠিয়ে নিলেন। **(খাযেন, ইউনুস, আয়াত ৯৮, ২/৩৩৫-৩৩৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সম্প্রদায়ে উপর তাদের গুনাহের আধিক্যতা, তাদের উদাসীনতা এবং তাদের নাফরমানির কারণে আযাব আসন্ন ছিলো যে, তাদের সত্যিকার তাওবা কাজে এসে গেলো এবং সত্যিকার তাওবার পুরস্কার এটাই পেলো যে, তাদের থেকে আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় আমাদের জন্য অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে যে, বিভিন্ন ধরণের গুনাহের কারণে, নামায কাযা করার কারণে, মা-বাবার নাফরমানি, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী এমনকি সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনার কারণে কখনো যদি **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং তিনি যদি আমাদের থেকে রহমতের দৃষ্টি উঠিয়ে নেন, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে? এই জন্য এখনি সময় নিজেদের সংশোধন করে। তাড়াতাড়ি গুনাহ থেকে তাওবা করে নেওয়া উচিৎ এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাদের কারণে আখিরাতের চিরস্থায়ী দুঃখ কষ্টকে আহ্বান না করে সত্যিকার তাওবা করে **আল্লাহ্ তাআলা**র পছন্দনীয় বান্দার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে দুনিয়া ও আখিরাত সংশোধন হয়ে যাবে।

ইয়া খেদা মেরী মাগফিরাত ফরমা, বাগে ফিরদৌস মারহামাত ফরমা।
তু গুনাহো কো কর মুয়াফ আল্লাহ্! মেরী মাকবুল মাজরত ফরমা।
মুস্তফা কা ওসীলা তাওবা পর, তু ইনায়াত মুদাওয়ামাত ফরম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তাওবার শর্ত সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! তাওবার জন্য তিনটি শর্ত পাওয়া যাওয়াটা জরুরী। যদি এই শর্তগুলো পাওয়া না যায় তবে এটাকে সত্যিকার তাওবা বলা যাবেনা। (১) অতীতের উপর লজ্জা। অর্থাৎ যে গুনাহ করা হয়েছে তার ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া। (২) গুনাহ ছেড়ে দেওয়া। (৩) পাকাপোক্ত ইচ্ছা করা যে, আগামীতে গুনাহ করবো না। **(মনহুর রওদুল আযহার, তারীফুত তাওবা ওয়া মরাতিবাহ ওয়া আমছালুহু আলাইহা, ৪৩৬ পৃষ্ঠা)**

সত্যিকার তাওবা কাকে বলে?

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সত্যিকার তাওবার অর্থ এটাই যে, গুনাহের উপর এই জন্য যে, সে তার প্রতিপালকের নাফরমানিতে ছিলো, লজ্জিত ও পেরেশান হয়ে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিবে এবং আগামীতে কখনো ঐ গুনাহের নিকটে না যাওয়ার সত্য অন্তরে পুরোপুরি প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হবে। যে উপায়ে তার নিজ হাতে ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হবে তা সম্পাদন করবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২১)**

প্রত্যেক অপরাধের তাওবা একরকম নয়:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! প্রত্যেক গুনাহের তাওবা এক ধরণের হয় না। আসুন! এই ব্যাপারে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর সীরাতুল জিনান ৪র্থ খন্ডের ২৩০ পৃষ্ঠার কিছু মাদানী ফুল গ্রহণ করা সৌভাগ্য অর্জন করছি: স্মরণ রাখবেন! প্রত্যেক অপরাধের তাওবা এক ধরণের হয় না। বরং বিভিন্ন অপরাধের তাওবা বিভিন্ন ধরণের, যেমন- যদি **আল্লাহ্ তাআলার** হক নষ্ট করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- নামায কাযা করা হয়েছে, রমযানের রোযা রাখেনি, ফরয যাকাত আদায় করেনি, হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও করেনি, তখন সেগুলোর তাওবা এটাই যে, নামায, রোযার কাযা করবে, যাকাত আদায় করবে, হজ্ব করার এবং লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে নিজের অপরাধের ক্ষমা চাইবে এমনিভাবে যদি নিজের কান, চোখ মুখ, পেট, হাত, পা, লজ্জাস্থান এবং অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা এমন গুনাহ করা হয়েছে যেগুলোর সম্পর্ক **আল্লাহ্ তাআলার** হকের সাথে, বান্দার হকের সাথে নেই।

www.dawateislami.net

যেমন- বেগানা মহিলার প্রতি তাকানো, নাপাকী অবস্থায় মসজিদে বসা, কোরআন শরীফ অযু ছাড়া স্পর্শ করা, মদ পান করা, গান-বাজনা শুনা ইত্যাদি এইগুলো থেকে তাওবা এটাই যে, **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে নিজের গুনাহগুলোর স্বীকার করে ঐ সব গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে এবং আগামীতে না করার পাকাপোক্ত অঙ্গিকার করে ক্ষমা চাওয়া এবং এর পর কিছু না কিছু ভাল আমল করা। কেননা, নেকী সমূহ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। আর যদি বান্দার হক নষ্ট করা হয়, তখন এর তিন পদ্ধতি:

(১) এই হক সমূহের সম্পর্ক শুধুমাত্র কর্জের সাথে। যেমন- ক্রয়কৃত জিনিসের মূল্য, শ্রমিকের পরিশ্রমিক বা স্ত্রীর মহর ইত্যাদি এরূপ পরিস্থিতিতে তাওবার পদ্ধতি হলো এটাই যে, ঐ সমস্ত হক সমূহ আদায় করা বা হকদার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে।

(২) এই হক সমূহের সম্পর্ক শুধুমাত্র জুলুমের সাথে। যেমন- কাউকে মারা, গালি দিলো বা গীবত করলো এবং এই সংবাদ তার কাছে পৌঁছল, এই পরিস্থিতিতে তাওবার পদ্ধতি হলো শুধুমাত্র হকদার থেকে ক্ষমা চাওয়া।

(৩) এর সম্পর্ক কর্জ ও জুলুম উভয়ের সাথে। যেমন- কারো সম্পদ চুরি করলো, ছিনতাই, ডাকাতী, কারো থেকে ঘুষ নিলো, সুদ নিলো বা জুয়াতে টাকা জিতলো ইত্যাদি। এই পরিস্থিতিতে তাওবার পদ্ধতি হলো ঐ হক সমূহ আদায়ও করবে এবং হকদারের কাছে থেকে ক্ষমাও চাইবে। যদি তাওবার শর্ত সমূহ একত্রিত হয়, তবে অবশ্যই তাওবা কবুল হবে। কেননা, এটা **আল্লাহ্ তাআলার** ওয়াদা এবং নিজের ওয়াদার বিপরীত করা, এটা **আল্লাহ্ তাআলার** সম্মানীত মর্যাদার যথাউপযুক্ত নয়। (সীরাতুল জিনান, ৪র্থ খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)

গর তু নারায হুয়া মেরী হালাকাত হোগি,
হায়ে মে নারে জাহান্নাম মে জ্বলুগা ইয়া রব!
আ'পয়ু কর আউর ছদা কেলিয়ে রাযী হো জা,
গর করম করদে তো জান্নাত মে রহুগা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার দয়া অসীম ও অগণিত, এই জন্য আমাদের উচিৎ, যখনি গুনাহ সংগঠিত হয়ে যায়, তখনি তাঁর দরবারে তাড়াতাড়ি তাওবা করে নেওয়া, যদি মানবীয় কারণে পুনরায় গুনাহ করে বসে, তখন পুনরায় তাওবা করবে। তারপরও ভুল হয়ে যায়, তখনো পুনরায় তাওবা করবে। যদি লক্ষবারও ভ্রষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু পুনরায় এসে তাঁর দয়ার চাদরে আশ্রয় নিবে এবং কখনো কখনো নিরাশ হবে না। আর নিঃসন্দেহে যে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে সত্যিকার তাওবা করে নেয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর খুব খুশী হন। তার উপর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ করে থাকেন। কোরআনুল করীমের মধ্যে অনেক স্থানে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর গুনাহগার বান্দাদেরকে তাওবা করার উৎসাহ দিচ্ছেন। অতঃপর পারা ৬, সূরা মায়েদা, ৩৯নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ یَتُوْبُ عَلَیْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۳۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং যে ব্যক্তি যুলুম করার পর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে ফিরে চান, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর সীরাতুল জিনান-এর মধ্যে এই আয়াত প্রসঙ্গে লিখেন: তাওবা নিঃসন্দেহে সুক্ষ্ম বস্তু। যত বড়ই গুনাহ হোক না কেন, যদি তা থেকে তাওবা করে নেওয়া যায়, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** নিজের হক ক্ষমা করে দেন এবং তাওবাকারীকে আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়ে দেন। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২য় খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা)

বড়ী কৌশিশে কী গুনাহ ছুড়নে কি,
রহে আহ! না কাম হাম ইয়া ইলাহী!
মুঝে সাচ্ছি তাওবা কি তাওফিক দে দে,
পায়ে তাজেদারে হারম ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, তাওবা করা অনেক উত্তম ও পছন্দনীয় কাজ, এমনিভাবে অন্য আর এক জায়গায় কোরআনুল করীমের মধ্যে তাওবার উৎসাহ দিয়েছেন এবং তার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যেমন- ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র প্রতি এমন তাওবা করো যা আগামীর জন্য উপদেশ হয়ে যায়।

(পারা- ২৮, সূরা- আত তাহরীম, আয়াত- ৮)

এই আয়াতে মোবারকার মধ্যে উল্লেখিত "نَصُوْح" এর অর্থ **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য এমন একনিষ্ঠ হওয়া যে, কোন ধরণের ভেজাল না হয়। দ্বিতীয় খলিফা, আমীরুল মু'মিনীন ফারুকে আযম হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে থেকে যখন "تَوْبَةً نَّصُوْحًا" এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কোন ব্যক্তি তার মন্দ আমল থেকে এই ভাবে তাওবা করা যে পুনরায় কখনো ঐ গুনাহের মধ্যে না পড়া।

(তাফসীরে দুররে মরসুর, ৮ম খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা)

এমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ বিন জবল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! تَوْبَةً نَّصُوْحًا কি? তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বান্দা তার কৃত গুনাহের উপর লজ্জিত হওয়া, তারপর **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং ঐ গুনাহের প্রতি কখনো যেন প্রত্যাবর্তন না করা। যেমনি ভাবে দুধ তার স্তনের মধ্যে দ্বিতীয়বার ফিরে যায় না।" এমনকি হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: "تَوْبَةً نَّصُوْحًا করার দ্বারা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।" (তাফসীরে দুররে মনসুর, ৮ম খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা)

মে করকে তাওবা পলট কর গুনাহ করতাহু,
হাকীকি তাওবা কা করদে শরফ আ'তা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সত্যিকার তাওবা করার কি পরিমাণ বরকত রয়েছে যে, তাওবাকারীর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এইজন্য আমাদেরও উচিৎ, **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কেঁদে কেঁদে সত্যিকার তাওবা করা এবং যদি পুনরায় গুনাহ হয়ে যায় তবে দ্বিতীয়বার তাওবা করে নেওয়া যে, **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনুল করীমের মধ্যে এই ধরণের লোকদের প্রশংসা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ৪ পারা, সূরা নিসা, আয়াত নং ১৭ এর মধ্যে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓىِٕكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সেই তাওবা, যা কবুল করা আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহক্রমে অপরিহার্য করে নিয়েছেন, তা তাদের জন্যই, যারা না জেনে মন্দ কাজ করে বসেছে। তারপর অতিসত্বর তাওবা করে নেয়, এমন লোকদের প্রতি আল্লাহ্ আপন দয়া সহকারে প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহ্ জ্ঞানময় প্রজ্ঞাময়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার বান্দার উপর এত বড় দয়া যে, গুনাহের পর তাওবা করার দ্বারা ক্ষমা করে দেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাওবা কবুল করেন। এখানে বলা হয়েছে যে, যে গুনাহ করার পর স্বল্প সময়ের মধ্যে তাওবা করে নিলো, স্বল্প সময় দ্বারা উদ্দেশ্য এক আধ ঘন্টা বা দুই চার বছর নয়। বরং মৃত্যুর আগে যখনি তাওবা করে নিলো সে নিকটে গন্য হবে। হ্যাঁ! যখন মৃত্যুর অবস্থা প্রকাশিত হলো অদৃশ্যের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে গেলো। ঐ সময় তাওবা কবুল হবে না। ইসলামের মধ্যে তাওবার নিয়ম তৈরী করা হিকমতের মূল ও ইলমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সকল সময়ে তাওবা নয়, তা মান্যকারী গুনাহের উপর অধিক সাহসী হয়ে যায়। কেননা, নৈরাশ্যতা অপরাধের ব্যাপারে দুঃসাহসী করে দেয় এবং ক্ষমার আশা তাওবার প্রতি উৎসাহিত করে। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২য় খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

তাওবার পুরস্কারঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা, হাবীবে কিবরীয়া, মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাওবার অনেক ফযীলত এবং এর দ্বারা প্রাপ্ত নিয়ামতের ব্যাপারেও বর্ণনা করেছেন। অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন বান্দা গুনাহ করে, তারপর **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাওবা করে এবং এর উপর অটল থাকে, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতিটি নেক আমল কবুল করে নেন এবং তার থেকে সংগঠিত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং ক্ষমা হয়ে যাওয়া প্রতিটি গুনাহের পরিবর্তে জান্নাতের মধ্যে তার জন্য একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতিটি নেকীর পরিবর্তে তাকে জান্নাতের মধ্যে একটি মহল দান করেন এবং হুর সমূহ থেকে এক জন হুরের সাথে বিবাহ করিয়ে দেন।" (বাহরুদ দুমু, ২১ পৃষ্ঠা)

এইভাবে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে এ কথাা পছন্দ করে যে, তার আমল নামা তাকে খুশী করবে, তবে তার উচিৎ যে, বেশি পরিমাণে ইসতিগফার করা।"

(মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, কিতাবুত তাওবা, বাবুল আকছার মিনাল ইসতিগফার, ১০ম খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, নং- ১৭৫৭৯)

অন্য এক হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ অর্থাৎ- গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন যে, সে গুনাহই করেনি।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুয যহদ, বাব যিকরুত তাওবা, ৪র্থ খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪২৫০)

এক হাদীসে পাকের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে; "যখন ইবলিশ বলল: **হে আল্লাহ্!** তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি তোমার বান্দাদের ঐ সময় পর্যন্ত প্ররোচিত করতে থাকবো, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রাণ তাদের শরীরে থাকবে। তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে, আমি তাকে ক্ষমা করতে থাকবো।"

(মুসনদে ইমাম আহমদ, মুসনদে আবি সাঈদ খুদুরী, ৪র্থ খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, নং- ১১২৭)

না করনা হাশর মে পুরছিশ মেরী হো বে সবব বখশিশ,
আ'তা কর বাগে ফিরদৌস আয পায়ে শাহে উমাম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাওবা করার কিরূপ ফযীলত ও বরকত রয়েছে। এমনকি গুনাহ থেকে তাওবাকারীর উপর **আল্লাহ্ তাআলা** কি পরিমাণ দয়ালু যে, বান্দা বারবার গুনাহ করা সত্ত্বেও তাওবা করলে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার সমস্ত ত্রুটি সমূহকে ক্ষমা করে দেন। এমনকি তাওবাকারী কি পরিমাণ পুরস্কারের অধিকারী হয়, এর ধারণাটা এই ঘটনা থেকে করা যায়। অতঃপর :-

তাওবা এবং আবুল বশর عَلَيْهِ السَّلَام

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; যখন **আল্লাহ্ তাআলার** হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর তাওবা কবুল করলেন, তখন ফেরেস্তারা তাকে মোবারক বাদ দিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল এবং হযরত সায়্যিদুনা মীকাঈল عَلَيْهِمَا السَّلَام তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: "হে আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام! **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে তাওবা কবুলের উপর আপনার চক্ষুদ্বয় শীতল হোক।" তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: হে জিব্রাঈল! যদি এই তাওবার পরও জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে আমার স্থান কোথায় হবে? **আল্লাহ্ তাআলা** তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর ওহী প্রেরণ করলেন: হে আদম! আপনি আপনার সন্তানদের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে ক্লান্তি, দুঃখ এবং তাওবা রেখেছেন। যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাক শুনবো, যেভাবে আপনার আহ্বান শুনেছি। আর যে আমার কাছ থেকে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে দান করবো। কেননা, আমি অতি নিকটবর্তী ও দোয়া কবুলকারী। হে আদম! আমি তাওবাকারীদের কবর থেকে এই অবস্থায় উঠাবো যে, সে খুশী হবে এবং হাঁসতে থাকবে আর তার দোয়া কবুল হবে।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

মাগফিরাত কা হো তুঝ ছে সুয়ালী, পের না আপনে দর ছে না খালী।
মুঝ গুনাহগার কি ইলতিজা হে, ইয়া খোদা তুঝ ছে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! তাওবাকারী কি পরিমাণ সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ্ তাআলা** এই ধরণের লোকদের খুব ভালবাসেন। যে সত্যিকার তাওবা করে তাকে পুরস্কার ও কারামত প্রদান করেন। আর এটাও জানা গেলো যে, তাওবাকারী **আল্লাহ্ তাআলার** এই পরিমাণ নিকটবর্তী ও পছন্দনীয় বান্দা হয়ে যায় যে, তার দোয়াও কবুল হতে থাকে। কিন্তু আফসোস! এই রকম পুরস্কার ও কারামাত হওয়া সত্ত্বেও আমরা **আল্লাহ্ তাআলার** নাফরমানিতে ব্যস্ত এবং তাওবার মধ্যে গড়িমসি করি। জীবনকে গনিমত মনে করে তাড়াতাড়ি সত্যিকার তাওবা করে নেওয়া উচিৎ। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের এ অবস্থা ছিলো যে, যখন তাদেরকে কেউ কোন নসীহতের কথা বলতেন এবং তাওবার উৎসাহ দিতেন। তখন তাদের মধ্যে **আল্লাহ্**র ভয় প্রকাশ পেতো এবং তারপর এই নেককার সম্মানীতরা এমনি পাকাপোক্ত তাওবা করতেন যে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এর উপর অটল থাকতেন। অতঃপর

মদ্যপায়ী যুবক বিলায়াতের পদমর্যাদা লাভ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার কিতাব "নেকীর দাওয়াত"-এর মধ্যে বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তখন যুবক ছিলেন, তাওবা করার আগে তিনি গুনাহের সাগরে ডুবন্ত ও মদ্যপানে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদা হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মজলিশে উপস্থীত হলেন। হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তখন পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটির তাফসীর করছিলেন:

"اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** ঈমানদারদের জন্য কি এখনও ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর সমূহ আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকে পড়বে?"

তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য দিলেন যে, লোকজন কান্নায় ঢলে পড়লো। এক যুবক দাঁড়িয়ে গেলো! বললো: হে হুযুর! আমি যদি তাওবা করি **আল্লাহ্ তাআলা** কি আমার মতো গুনাহগারের তাওবা কবুল করবেন? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** তোমার তাওবা কবুল করবেন।

www.dawateislami.net

উতবাতুল গোলাম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যখন এমন কথা শুনলেন, সাথে সাথে তার চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গেলো। সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করলো। চিৎকার দিয়ে উঠলেন, আর বেহুশ হয়ে ঢলে পড়লেন। তিনি যখন হুশ ফিরে পেলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তার কাছে এসে কবিতার এই লাইনগুলো পাঠ করলেন:

اَیَا شَابًّا لِّرَبِّ الۡعَرۡشِ عَاصِیۡ اَتَدۡرِیۡ مَاجَزَاءُ ذَوِی الۡمَعَاصِیۡ

অর্থাৎ- হে আরশের প্রতিপালকের অবাধ্য যুবক! তুমি কি জানো, গুনাহগারদের শাস্তি কি?

سَعِیۡرٌ لِّلۡعُصَاۃِ لَهَا زَفِیۡرٌ وَغَیۡظٌ یَوۡمٍ یُّؤۡخَذُ بِالنَّوَاصِیۡ

অর্থাৎ- **আল্লাহ্**র অবাধ্যদের জন্য রয়েছে গর্জনকারী জাহান্নাম। যাতে থাকবে গর্জন, আর যে দিন কপালগুলো ধরে পাকড়াও করা হবে সে দিন আযাবের দিন হবে।

فَاِنۡ تَصۡبِرۡ عَلَی النِّیۡرَانِ فَاعۡصِہُ وَ اِلَّا کُنۡ عَنِ الۡعِصۡیَانِ قَاصِیۡ

অর্থাৎ- অতএব তুমি যদি আগুনে ধৈর্যধারণ করতে পারো, তাহলে অবাধ্য হও! আর যদি সহ্য করতে না পারো, তাহলে অবাধ্যতা করা থেকে দূরে সরে যাও।

وَفِیۡمَا قَدۡ کَسَبۡتَ مِنَ الۡخَطَایَا رَهِنۡتَ النَّفۡسَ فَاجۡهَدۡ فِی الۡخَلَاصِیۡ

অর্থাৎ- তুমি যেসব গুনাহ করেছো, তাতে তুমি নিজেই ফেঁসে গেছো, এখন তুমি মুক্তির উপায় খোঁজ।

উতবাতুল গোলাম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বেহুশ অবস্থায় ছিলেন, তিনি যখন হুশ ফিরে পেলেন, তখন বললেন: হে শায়খ! আমার মতো নিকৃষ্ট লোকের তাওবা কি **আল্লাহ্ তাআলা** কবুল করবেন? তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: কেন করবেন না? **আল্লাহ্ তাআলা** তো তাওবাকারীর তাওবা এবং গুনাহগারের ফরিয়াদ কবুল করেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তিনটি দোয়া করলেন:

www.dawateislami.net

(১) **হে আমার আল্লাহ্!** তুমি যদি আমার তাওবা কবুল করে থাকো এবং আমার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকো, তবে তুমি আমাকে এমন প্রজ্ঞাও (স্মরণশক্তি) দান করো যেন ধর্মীয় জ্ঞান এবং কোরআন শরীফ থেকে যা শুনি মুখস্থ হয়ে যায়। (২) **হে আল্লাহ্!** আমাকে সুকণ্ঠের অধিকারী করে দাও, যাতে কোন পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিও যদি আমার কেরাত মুনে তাহলে যেন তার অন্তর গলে যায়। (৩) **হে আল্লাহ্!** তুমি আমাকে হালাল রিযিক দান করো, আর আমাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দাও যার কল্পনা আমার ধ্যানেও নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** তার সমস্ত দোয়াই কবুল করলেন। তিনি খুবই স্মরণ শক্তির অধিকারী হয়ে গেলেন। তিনি যখন কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন, তখন তার তিলাওয়াত শুনে গুনাহগার লোকেরাও তাওবা করে ফেলতো। তার ঘরে প্রত্যহ তরকারীর একটি পেয়ালা ও দু'টি রুটি সাজানো থাকতো, আর কেউ জানতো না যে, এগুলো কে রেখে যেতো। এ অবস্থাতেই তার ইন্তিকাল হয়ে যায়। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা। নেকীর দাওয়াত, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

আযীয ইয়াদ কর জিছ দিন কে ইযরাঈল আয়েঙ্গী,
না যায়ে কুয়ী তেরে সঙ্গ একিলা তুনে জানা হে।
জাহা কে শগল মে শাগেল খোদা কে যিকির ছে গাফিল,
করে দাওয়া কে ইয়ে দুনিয়া মেরা দায়েম ঠিকানা হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যু বয়সও দেখে না, সুযোগও দেয় না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন! হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কি পরিমাণ উপদেশ মূলক ঘটনা বর্ণনা করলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বয়ান করছিলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা উতবাতুল গোলাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট ঐ বয়ান এমন প্রভাব সৃষ্টি করলো যে, তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ মসলিশে ঃ তাওবা করলেন যে, তার পুরস্কার তিনি দুনিয়ার মধ্যেই পেয়েছিলেন। এই জন্য আমাদেরও উচিত, আমরাও আমাদের গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে নেয়া। কেননা, জীবনের কোন ভরসা নেই।

www.dawateislami.net

প্রতিদিনের উঠানো জানাযা এবং আগত দিনের সংগঠিত হওয়া ভয়ানক কাহিনী আমাদেরকে হুঁশিয়ার করছে এবং কঠিনতম মৃত্যু হওয়ার আগে হায়াতকে গনিমত জানার আহ্বান করছে। কিন্তু এতে সেই কান ধরে, যে আখিরাত সর্বোত্তমের চিন্তার আঁচল ধরেছে। আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন ব্যক্তিদের মধ্যে যুবক বৃদ্ধ এবং বাচ্চাও থাকে। মৃত্যু কোন বয়স ও মর্যাদা দেখে না। কোন গরীব, ধনীর পরওয়া করে না। কারো ব্যস্ততা বা অবসর দেখে না। শ্বাস শেষ হয়ে গেলে মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়ে কবরে পাঠিয়ে দেয়।

মউত আয়ি পেহলুয়া ভি চল দিয়ে, খুব ছুরত নওজোয়া ভি চল দিয়ে।
গর জাহাঁ মে ছো বরস তু জি ভি লে, কবর মে তানহা কিয়ামত তক রহে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭১১ পৃষ্ঠা)

১২ মাদানী কাজের মধ্যে ১ মাদানী কাজ সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশ ভাল সংস্পর্শ প্রদান করে থাকে। এর বরকতে লাখো লোক গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নেকীপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছে। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্য থেকে সাপ্তাহিক এক মাদানী কাজ "মাদানী মুযাকারা" এর মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করা। মাদানী মুযাকারার কথা কি বলবো, এর মধ্যে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কাছে করা বিভিন্ন প্রশ্নের চমৎকার জবাবের মাধ্যমে ইলমে দ্বীন অর্জন হয়। আর ইলমে দ্বীনের ফযীলতের মধ্যে এসেছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: "হে আবু যর (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)! তুমি এই অবস্থায় সকাল করেছো যে, তুমি **আল্লাহ্ তাআলা**র কিতাব থেকে একটি আয়াত শিখেছো। এটা তোমার জন্য ১০০ রাকাত নফল আদায় করার চেয়ে উত্তম এবং তুমি এই অবস্থায় সকাল করো যে, তুমি ধর্মীয় জ্ঞানের একটি অধ্যায় শিখেছো, যেটার উপর আমল করা হয়েছে বা হয়নি। তবে সেটা তোমার জন্য ১০০০ রাকাত নফল আদায় করার চেয়েও উত্তম।" (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১৯)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! সাথে সাথে আমরাও সবাই নিয়্যত করি, প্রত্যেক সপ্তাহে মাদানী মুযাকারার মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবো এবং অন্য ইসলামী ভাইদেরও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিতে থাকবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচী ছাড়াও বিদেশে অনুষ্ঠিত আশিকানে রাসূল একাকী ভাবে বা এক হয়ে মাদানী মুযাকারার মধ্যে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার মধ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন শাখার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণের অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী মুযাকারার মূল্যবান মাদানী ফুল রিসালা আকারে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। এই মাদানী মুযাকারা সমূহ এখনো পর্যন্ত ১২ পর্বে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে মাদানী মুযাকারার মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে অংশগ্রহণের বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনেক ইসলামী ভাই মাদানী মুযাকারার বরকতে নিজের গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিয়েছে। আসুন! উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার শুনি: অতঃপর-

মডার্ণ যুবকের তাওবা

মানডি বাহাউদ্দিন (পাঞ্জাব প্রদেশের) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানি রং ছড়ানোর আগে ফ্যাশনের ধ্বংসযজ্ঞে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। নিত্য নতুন সাজগোজ ওয়ালা কাপড় পরিধান করাটা জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে বসে ছিলাম। সব সময় মন মস্তিস্কে ফ্যাশনের ভূত আরোহন করে থাকতো। এক পর্যায়ে আমি **আল্লাহ্**র স্মরণ থেকে একেবারে উদাসীন দুনিয়ার রঙ্গে ব্যস্ত জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছিলাম। রমযানুল মোবারকের রহমতপূর্ণ সময়ের মধ্যে আমার উপর দয়া হয়ে গেলো। আমার সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লীগের সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। যিনি রোযার প্রকৃত বরকত লুটে নেওয়ার জন্য শেষ দশ দিন ইজতিমায়ী ইতিকাফের জন্য ভরপুর উৎসাহ দিলেন। **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় ইতিকাফের সৌভাগ্য হয়ে গেলো। যেখানে হৃদয়গ্রাহী বয়ান, সেহেরী, ইফতারের রূহানী দৃশ্য আমার খুব ভাল লাগলো।

www.dawateislami.net

দয়ার উপর দয়া এটাই যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইলমী "মাদানী মুযাকারা" এবং হৃদয়গ্রাহী দোয়া অন্তর থেকে গুনাহের ময়লা পরিস্কার করে দিলো। আমার গুনাহে ভরা অন্ধকার জীবনের মধ্যে ইশকে মুস্তফার আলো ছড়িয়ে গেলো। এই জন্য আমি বাকী শ্বাসটুকু গনিমত জেনে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে ক্ষমা চেয়ে নিজের গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করলাম এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কাছে বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করলাম। আর সুন্নাত ভরা জীবন অতিবাহিত করতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ আপন করে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দাঁড়ি শরীফও রেখে দিলাম, সবুজ ইমামা (পাগড়ী) শরীফ সাজিয়ে নিলাম এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ আমার আমলে পরিণত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া কবুল না হওয়ার ১০টি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! শত আফসোস! আসন্ন মৃত্যু ও ভয়ানক ঘটনা থেকে উপদেশে গ্রহন করা ছাড়াই দিন-রাত **আল্লাহ্ তাআলার** নাফরমানিতে বেড়েই চলেছি। স্মরণ রাখবেন! যেমনিভাবে তাওবা করার অনেক নিয়ামত রয়েছে, তেমনিভাবে গুনাহের মধ্যে ডুবে থাকা এবং তাওবা না করার বিপদও রয়েছে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: নিঃসন্দেহে গুনাহ করার দ্বারা অন্তর কালো হয়ে যায়, আর অন্তর কালো হয়ে যাওয়ার পরিচিতিটা বুঝার উপায় হলো; গুনাহ করতে ভয় না করা। অনুসরনের সৌভাগ্য না হওয়া এবং উপদেশ প্রভাব ফেলে না। হে বন্ধু! তুমি কোন গুনাহকে হালকা মনে করো না। (মিনহাজুল আবেদীন, ২য় খন্ড, ওকবাতুস সানিয়া, ওয়াহিয়া ওকবাতুত তাওবা, ২৪ পৃষ্ঠা) গুনাহের আধিক্যের কারণে বর্ণিত অশুভ পরিণতি ছাড়াও দোয়া কবুল না হওয়াটা অনেক বড় অশুভ ব্যাপার। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বাজারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। লোকজন তাকে দেখো মাত্রই তার চারপাশে একত্রিত হয়ে গেলো এবং

www.dawateislami.net

জিজ্ঞাসা করলো: হুযুর! **আল্লাহ্ তাআলা** তার বিশুদ্ধ কিতাব কোরআনুল করীমের মধ্যে ইরশাদ করেছেন: "اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি কবুল করবো।" আমার অনেক দিন যাবত দোয়া করে যাচ্ছি, কিন্তু কবুল হওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: ১০টি জিনিসের কারণে তোমার অন্তর মরে গেছে।

❁ তুমি **আল্লাহ্ তাআলা**কে সৃষ্টিকর্তা ও মালিক মানো কিন্তু তাঁর হক আদায় করো না। (অর্থাৎ তাঁর অনুসরন ও অনুকরন করো না) ❁ কোরআনে পাকের তিলাওয়াত তো করো, কিন্তু এর উপর আমল করো না। ❁ **রহমতে আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার দাবী করো, কিন্তু সুন্নাতে রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। ❁ শয়তানের প্রতি শত্রুতার দাবীদার আবার তারই অনুসরণ করো। ❁ তোমার জান্নাতে যেতে পছন্দ, কিন্তু সেটা লাভের কোন আমলের প্রতি মনযোগী নও। ❁ জাহান্নামকে ভয় করার স্বীকার করো, কিন্তু আমল হলো সেখানে যাওয়ার মতো। ❁ মৃত্যু চির সত্য বিশ্বাস রাখো, কিন্তু তারপরও তার জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করো না। ❁ অন্যের দোষ অন্বেষণে ব্যস্ত, কিন্তু নিজের ত্রুটির ক্ষেত্রে চক্ষু অন্ধ। ❁ **আল্লাহ্ তাআলা**র নিয়ামত খাও, কিন্তু তার শোকর আদায় করো না। ❁ তোমাদের মৃতকে নিজ হাতেই কবরে রাখো, তারপরও শিক্ষা অর্জন করো না। (এখন নিজেই চিন্তা করো, তোমাদের দোয়া কিভাবে কবুল হবে) **(ওফয়াতুল আইয়ান, ১/৩৯৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সালাতুত তাওবার অভ্যাস গড়ুন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দোয়া কবুল না হওয়ার ১০টি কারণ বর্ণনা করেছেন। আমরা চিন্তা করি, তখন হয়তো কোন কারণ এমন বের হবে, যেটা আমাদের নিকট পাওয়া যাচ্ছে। এই কারণে যদি আমরাও চাই যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের উপর সন্তুষ্ট হোক এবং আমাদের দোয়া কবুল করুক। এই জন্য আমাদেরকে সত্যিকার ভাবে তাওবা করতে হবে।

www.dawateislami.net

তাওবা করার একটা পদ্ধতি হলো; যতটুকু সম্ভব একাকী বা সালাতুত তাওবা আদায় করার মাদানী ইন্‌আমাতাতের আমলকারী আশিকানের রাসূলের সংস্পর্শ গ্রহণ করে দুই রাকাত সালাতুত তাওবা আদায় করতে থাকার আমল বানানো। সালাতুত তাওবা সম্পন্ন মাদানী ইন্‌আম কি? আসুন! আমরাও শুনি: যেমন- আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইসলামী ভাইদের ৭২টি মাদানী ইন্‌আমাতের মধ্যে থেকে মাদানী ইন্‌আম নাম্বার ১৬-এর মধ্যে বলেন: "আপনি কি আজ কমপক্ষে একবার সালাতুত তাওবা (উত্তম এটাই যে, ঘুমানোর পূর্বে) আদায় করে সারা দিনের বরং অতীতে সংগঠিত সকল গুনাহ থেকে তাওবা করেছেন? এমনকি আল্লাহ্ না করুক! গুনাহ সংগঠিত হয়ে গেলে দ্রুত তাওবা করে ভবিষ্যতে ঐ গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন কি?"

হায়! এই মাদানী ইন্‌আমের উপর আমল করার পাশাপাশি অন্যান্য প্রিয় প্রিয় মাদানী ইন্‌আমাতের উপর প্রতিদিন আমল এবং ফিক্‌রে মদীনার বড় সৌভাগ্য যদি নসীব হতো। সালাতুত তাওবা আদায় করার পর **আল্লাহ্ তাআলার** অবাধ্যতা ও **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া, নিজের দূর্বলতা এবং জাহান্নামের কথা স্মরণ করে অশ্রু প্রবাহিত করুন। যদি কান্না না আসে, তবে কান্নার আকৃতি ধারণ করুন। এরপর তাওবার শর্ত সমূহ দৃষ্টির সম্মুখে রেখে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর এমনি বিনিত ভাবে দোয়া করুন যে, **হে আমার মালিক!** তোমার এই নাফরমান বান্দা যার পশমে পশমে গুনাহের সমূদ্রে ডুবন্ত, তোমার পবিত্র দরবারে উপস্থিত। **হে আল্লাহ্!** আমি স্বীকার করছি যে, প্রকাশ্য দিবালোকে, রাতের অন্ধকারে, গোপনে প্রকাশ্যে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় তোমার নাফরমানি করেছি। নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে অসন্তুষ্ট করতে কোন কমতি করিনি। কিন্তু **হে মাওলা!** তুমি গাফুরুর রহীম, তুমি বান্দার প্রতি এর থেকেও বেশি দয়ালু যতটুকু একজন মা তার বাচ্চার প্রতি দয়া করে। **হে আল্লাহ্!** আমি সত্য অন্তরে তোমার দরবারে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করছি। **হে আল্লাহ্!** আমার দূর্বলতার উপর দয়া করো। আমার পরওয়ারদেগার আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। **হে আমার মালিক!** আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও। **হে আমার পরওয়ারদেগার!** আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দাও।

www.dawateislami.net

হে আমার মাওলা! সত্যিকার তাওবার তাওফিক দিয়ে দাও, যে ইবাদত অনাদায় থেকে গেছে। তা আদায় করার সামর্থ্য দিয়ে দাও, যে সব বান্দাদের হক আমি নষ্ট করেছি। তাদের থেকেও ক্ষমা চাওয়ার সামর্থ্য দাও। **হে আল্লাহ্!** তুমি প্রতিটি বস্তুর প্রতি ক্ষমতাবান। তুমি তাদেরকে আমার উপর সন্তুষ্ট করে দাও। **হে আল্লাহ্!** আমাকে আগামী জীবনে গুনাহ থেকে বাঁচার উপর স্থায়িত্ব দাও। **হে আল্লাহ্!** আমাকে তোমার ভয়ে সমৃদ্ধ অন্তর, ক্রন্দনরত চোখ, কম্পিত শরীর দাও।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইয়া রব! মে তেরে খওফ ছে রুতা রহো হরদম,
দিওয়ানা শাহানশাহে মদীনা কা বানাদে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৯ পৃষ্ঠা)

তাওবা কবুল হয়েছে কিভাবে জানবে?

এরপর ঐ জায়গা থেকে এই বিশ্বাসে উঠবে যে, **দয়াময়, দয়ালু, পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ তাআলা** তাওবা কবুল করেছেন। তারপর এক নতুন অঙ্গীকারের সাথে নতুন ও পবিত্র জীবন শুরু করবে এবং অতীতের গুনাহ ক্ষমার জন্য ব্যস্ত থাকবে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: একজন আলীমের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো; এক ব্যক্তি তাওবা করলো, তবে সে কি জানতে পারে যে, তার তাওবা কবুল হয়েছে নাকি হয়নি? বললেন: এখানে তো কোন হুকুম দেয়া যাবে না। অবশ্য এর নিদর্শন রয়েছে; যদি নিজেকে আগামীতে গুনাহ থেকে বাঁচতে দেখে, আর এটা দেখে যে অন্তর নিরানন্দ এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সম্মুখে নেক লোকদের নিকটবর্তী হয়, মন্দ থেকে দূরে থাকে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে অনেক বড় কিছু মনে করে এবং আখিরাতের অনেক আমলকে সামান্য জানে, সব সময় **আল্লাহ্ তাআলার** ফরযের মধ্যে লিপ্ত থাকে, মুখের হিফাযত করে। সব সময় চিন্তা ভাবনা করে, যে গুনাহ করে ফেলেছে এর উপর চিন্তা, দুঃখ ও লজ্জিত হয়। (তখন বুঝে নাও যে, তাওবা কবুল হয়েছে) (মুকাশাফাতুল কুলুব, আর বাবুস ছামিন ফিত তাওবা, ২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** চিরস্থায়ী দ্বীনের খিদমত সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন বিভাগে মাদানী কাজ করছে। যে গুলোর মধ্যে একটি বিভাগ "মজলিশ ইছলাহ বরায়ে খেলাড়িয়ান"।

www.dawateislami.net

মজলিশ ইসলাহ বরায়ে খেলাড়িয়ানঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেখানে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দ্বিনের খেদমতের মাদানী কাজ সম্পাদন করছে। সেখানে খেলেয়োড়দের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিভাগ যেটার নাম মজলিশে ইসলাহ বয়ানে খেলাড়িয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেটার মূল উদ্দেশ্য হলো, খেলার সম্পৃক্ত লোকদের মধ্যে দাওয়াতের ইসলামের মাদানী বার্তা ব্যাপক করা, তাদের কে দাওয়াতের ইসলামের মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করে। এই মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ।" অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মন মানসিকতা দেওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই বিভাগের যিম্মাদারদের ইজতিমা ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে খেলোয়াড়রা ও মাদানী ইনআমাতের আমলকারী মাদানী কাফেলার মুসাফির, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার মধ্যে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

আল্লাহ্ করম এ্যয় ছা করে তুঝপে জাহা মে,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধূম মাচী হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাওবার পরে কি করবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ যখন গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয়, তখন তার উচিত যে, সর্বপ্রথম তার কাজ হলো কোন ভাবে গুনাহের পরিচিতি জানা। এই জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশতি কিতাব, উদাহরণ স্বরূপ, ইহ্য়াউল উলুম, মিনহাজুল আবেদীন, মাকাশাফাতুল কুলুব। জাহান্নাম মে লে যানে ওয়ালে আমালে (১-২ খন্ড) এর অধ্যয়ন খুবই উপকারী। তারপর ঐ সব গুনাহ থেকে পরিপূর্ণ ভাবে দূরে থাকবে, এবং প্রত্যেক ঐ কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্ঠা করবে। যে গুলো গুনাহ দিকে নিয়ে যাওয়ার মত।

www.dawateislami.net

এ ছাড়া অধিক পরিমানে নেকী করার মধ্যে ব্যস্ত থাকবে। নেকীর আলোতে গুনাহের অন্ধকার চলে যেতে থাকবে। যেমনি ভাবে **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দিকে ঈঙ্গিত করে ইরশাদ করলেন: "اِتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا অর্থাৎ- গুনাহ করার পর নেকী করে নাও, এটা (নেকী) তাকে নিঃশেষ করে দিবে।"

(আল মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদীস আবু যর গিফারী, ৮ম খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা, নং ২১৪৬০)

অন্য আর এক হাদীসে রয়েছে এই ব্যক্তির উদাহরণ যে প্রথম গুনাহ মধ্যে রত ছিল। তারপর নেক আমল করতে লাগল। ঐ ব্যক্তির মতো যার শরীরের মধ্যে আটসাট লৌহবর্ম যেটা তার গলা চেপে ধরেছে। তারপর সে একটি নেক আমল করলো, তখন ঐ লৌহবর্মটির একটি বন্ধন খুলে গেলো। তারপর আরেকটি নেক কাজ করেছে দ্বিতীয় বন্ধন খুলে গেল, তারপর নেক আমল করতে লাগল। এমনকি ঐ আটসাট লৌহবর্মটি খুলে যমীনের মধ্যে পড়ে গেল।

(আল মুযামুল কবীর, ৭৮৩ নং, ১৭ খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা)

করকে তাওবা মে ফীর গুনাহো মে,
হো হি জাতা হো মুবতালা ইয়ারব!
তালিবে মাগফিরাত হো ইয়া আল্লাহ,
বখশ হায়দার কা ওয়াস্তা ইয়া রব!

(ওসায়িলে বখশিশ, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

তাওবার উপর স্থায়ীত্ব কিভাবে পাবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কথার মাঝে কোন সন্দেহ নেই যে, ইবাদত করা, এবং গুনাহ থেকে বাচার উপর স্থায়ীত্ব থাকাটা স্বাভাবিত ভাবে কঠিন মনে হয়। কিন্তু এই কঠিন্যতা ঐ সময় পর্যন্ত অনুভব হয় যখন আমাদের সামনে কোন ব্যক্তি তার অটলতার উপর অটল থাকতে পারে নি। এই যদি আমারা কোরআন ও সুন্নাতে প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তখন আমাদের অনেক আশিকানে রাসূলের এমন দেখা যাবে যে, যারা মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারী।

www.dawateislami.net

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নির্বোধ সে, যে গুনাহ মধ্যে ডুবে থাকে। কান খুলে শুনে নাও যে, এই ধরণের লোকদের কে **আল্লাহ্ তায়ালার** সাথে ঠাট্টাকারী বলা হয়েছে। হে নিজ প্রতিপালকের দরবারে গুনাহ উপর লজ্জিত ইসলামী ভাইয়েরা, সত্যিকার তাওবার পর মন্দ পরিবেশ ছেড়ে দাও, ভাল এবং পবিত্র মাদানী পরিবেশ গড়ে নাও। যাতে তোমাদের স্থায়িত্বের এক মাদানী ব্যবস্থাপনা হলো, মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশীত কিতাব, "তাওবা কি রিওয়া য়াত ও হিকায়াত" পড়া যেতে পারে। যাতে তাওবা কারীদের ঘটনার বরকত অর্জিত হয়। সত্যিকার তাওবার উপর স্থায়িত্ব পাওয়ার এক মাদানী ব্যবস্থাপত্র হলো, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ধারাবাহিক ভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করা। সত্যিকার তাওবার উপর স্থায়িত্ব্যের এক মাদানী ব্যবস্থপত্র হলো, প্রত্যেক মাসে ৩ দিনের মাদানী কাফেলার সফর করা। সত্যিকার তাওবার উপর স্থায়িত্বের এক মাদানী ব্যবস্থাপত্র হলো, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার মধ্যে ইজতিমায়ী বা ইনফিরাদী ভাবে উপস্থীত হওয়া, সত্যিকার তাওবার উপর স্থাায়িতের এক মাদানী ব্যবস্থাপত্র হলো, মাদানী ইনাআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করা, সত্যিকার তাওবার উপর স্থায়িত্বের এক মাদানী ব্যবস্থাপত্র হলো, মাদ্রাসাতুল মদীনা বালেগানের মধ্যে অংশ গ্রহণ করা, সত্যিকার তাওবার উপর স্থায়িত্বের এক মাদানী ব্যবস্থাপত্র হলো, কোন হক্কানী পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইমামা (পাগড়ী) শরীফের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা- "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে ইমামা (পাগড়ী) শরীফ বাঁধার সুন্নাত ও আদব শুনি:

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি বাণী: ❦ "পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামাযের) চেয়ে উত্তম।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরীল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত) ❦ "আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপর পাগড়ী (পরিধান করা)। মুসলমান নিজের মাথায় প্রতিটি প্যাঁচ দেওয়াতে কিয়ামতের দিন তাঁর জন্য একটি করে নূর দান করা হবে।" (আল জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭২৫) ❦ "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুমার দিন পাগড়ী পরিধানকারীর উপর দরূদ প্রেরণ করেন।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৫২৯) ❦ "পাগড়ী সহকারে নামায আদায় করা দশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ।" (প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮০৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা) ❦ "পাগড়ী সহকারে একটি জুমা পাগড়ী বিহীন সত্তরটি জুমার সমান।" (তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৩৭তম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, দারুল ফিক্র, বৈরুত) ❦ "পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরূপ। তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে।" (কানযুল উম্মাল, ১৫ম খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, নং- ৪১১৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পা করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

www.dawateislami.net

"সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net